4 MAY 2017

মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন

ঘোড়ার আগে গাড়ি জোড়া কেন?

দুই অধিদপ্তরের ঠাণ্ডা লড়াইয়ে দেশের এমপিওভুক্ত সাড়ে সাত হাজারের বেশি মাদ্রাসার প্রায় দেড় লাখ শিক্ষক ও কর্মচারীর এপ্রিল মাসের বেতন-ভাতা অনিশ্চিত হয়ে পড়ার যে খবর বুধবারের সমকালে প্রকাশ হয়েছে, তাতে আমরা উদ্বিগ্ন। আমরা জানি, এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা সময়মতো প্রাপ্তি নিয়ে এমনিতেই বিড়ম্বনার শেষ নেই। এর ওপর মন্ত্রণালয়ের দুই বিভাগের মধ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধের জের ধরে রমজান মাসের আগে আগে এই অনিশ্চয়তাকে গোদের উপর বিষফোড়া ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? বিষয়টিকে নিছক বিপুলসংখ্যক পরিবারের ভোগান্তির বিবেচনায় সীমিত রাখার অবকাশ নেই। এর মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্টদের অদূরদর্শিতা ও অবিমৃষ্যকারিতাই স্পষ্ট হয়েছে। সমকালে প্রকাশিত প্রতিবেদনসূত্রে জানা যাচ্ছে, কয়েক মাস আগে বিভক্ত হওয়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুই বিভাগ– মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগের মধ্যে কর্তৃত্বের অদৃশ্য দ্বন্দ্ব রয়েছে। এ কারণেই নতুন গঠিত মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরে পর্যাপ্ত ও দক্ষ জনবল নিয়োগ ছাড়াই এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে এসে ওই মাসের বেতন-ভাতা তৈরি করার দায়িত্ব বর্তেছে। বিষয়টি আমাদের কাছে ঘোড়ার আগে গাড়ি জোড়ার মতো মনে হয়েছে। প্রায় দেড় লাখ মানুষের বেতন-ভাতা তৈরির জন্য দক্ষতা ও জনবল ছাড়াও এ ক্ষেত্রে সময়ের স্বল্পতা বিবেচনায় নেওয়া উচিত ছিল। মাউশির পক্ষে বলা হচ্ছে, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের আগ্রহেই এই দায়িত্ব তাদের দেওয়া হয়েছে। আমরা মনে করি, তা সত্ত্বেও পুরনো ও দক্ষ অধিদপ্তর হিসেবে মাউশির কি উচিত ছিল না, নিছক দ্বন্দ্বকে প্রাধান্য না দিয়ে শিক্ষক-কর্মচারীদের ভোগান্তির বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া? মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরও কেন তড়িঘড়ি করে দায়িত্ব নিতে গেল, খতিয়ে দেখা জরুরি। রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যক্তিগত বাহাদুরি দেখানোর সুযোগ কারও নেই, মনে রাখতে হবে। আমরা দেখতে চাই, অবিলম্বে এ সংক্রান্ত জটিলতা ও অনিশ্চয়তার অবসান হয়েছে। যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যেই শিক্ষক-কর্মচারীরা তাদের বেতন ও ভাতা হাতে পেয়েছে।

পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.................................
তারিখ.................................
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর